মাষ্টাররোল কর্মচারী সমিতি
জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা

E-mail: bzpkf1200zpg@gmail.com
Phone: 01977502930, 01726-346068

তারিখঃ.....।

বরবার,

সিনিয়র সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১। **মাস্টাররোল কর্মচারীগরে নিকট হতে বেতন বৃদ্ধির নামে ঘুষ দাবী করনের জন্য অভিযোগ ।**

গাইবান্ধা জেলা পরিষদে দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রী তশীল কুমার, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ নুরুল হক, মোঃ খলিলুর রহমান, মোঃ শফিকুল ইসলাম, শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রী দিলীপ কুমার মহন্তকে ১৩,৫০০/- টাকা করে বেতন প্রদান করা হচ্ছিল। কিন্তু চেয়ারম্যান মহোদয় নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে চাকুরি নিয়মিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ ঘুষ প্রদানের চাপ দেন। কিন্তু তারা চাহিদা মাফিক ঘুষ দিতে ব্যর্থ হওয়ার সম্পূর্ন বেআইনী ভাবে তাদের বেতন ১৩,৫০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ৮,৪০০/- টাকা করে দেন। অনুরুপভাবে গাইবান্ধা জেলা পরিষদের বিভিন্ন অবকাঠামোয় মাষ্টাররোলে নিয়োজিত কম্পিউটার অপারেটর/কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর/লাইব্রেরীয়ন/দারোয়ান কাম কেয়ারটেকার এমনকি পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিপুল পরিমাণ ঘুষ দাবী করেন। উল্লেখিত কর্মচারীগণ দাবীকৃত ঘুষ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছেন । **এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গাইবান্ধা সদর উপজেলার থানাপাড়াস্থ অনুপম দে নামের একজনকে চেয়ারম্যান মহোদয় পিএ হিসেবে নিয়োগ দেন এবং রাজস্ব খাত হতে দীর্ঘদিন তার বেতন প্রদান করেন। পরবর্তীতে বিনা কারণে অনুপম দের বেতন বন্ধ রাখেন। অনুরূপভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ সদর ডাকবাংলোয় ঝাড়ুদার হিসেবে কাজে নির্ধারিত বেতনে নিয়োজিত শ্রী লিটন বাসফোরকে কাজ থেকে বিরত রেখে তার বউকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর উক্ত লিটনের বউ কয়েকদিন কাজ করার পর চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে কুদৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়ায় শ্রী লিটন বাসফোর তার বউকে কাজ করতে নিষেধ করেন। এই রাগে চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব শ্রী লিটন বাসফোরকে বেতন না দেয়ার জন্য হিসাব রক্ষককে নির্দেশ দেন এবং লিটনকেও কাজ করতে নিষেধ করেন। ফলে অদ্যবধি শ্রী লিটন বাসফোর অফিসে কাজ করতে পারেন নি এবং তাকে বেতনও প্রদান করা হয়নি মর্মে তিনি মানবেতর জীবন যাপন করছেন এবং এ বিষয়ে সুবিচারের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহেদয়ের বরাবরে আভিয়োগ আনায়ন করেছেন।** ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি অভিযোগ আনয়ন করছি ।

২। **মাস্টাররোল কর্মচারীগনকে অন্যায় ভাবে গালিগালাজ করনের জন্য অভিযোগ ।**

মহোদয় আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা মাস্টারোল কর্মচারীগনকে দিয়ে প্রতিদিন চেয়ারম্যান মহোদয়ের তার ব্যক্তিগত কাজ করাতে বাধ্য করেন । অনেক সময় তার কিছু অবৈধ আদেশ পালন করতে নারাজ হলে তিনি অশালিন ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং আরও বলেন যে, এর প্রতিবাদ করলে তোমাদের লাথি মেরে চাকুরি থেকে বের করে দেব ইত্যাদি বাজে ভাষায় গালিগালিগালাজ করে আমাদের চাকুরীর হুমকি প্রদর্শন করেন ।

৩। **বিনা নিয়োগে কথিত মাস্টাররোল হিসেবে কর্মচারীগনকে দিয়ে অন্যায় ভাবে ব্যক্তিগত ও অনৈতিক কাজ করনের জন্য অভিযোগ**

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী । আমাদের বেশ কিছু কর্মচারীদের দিয়ে প্রায় সময় বিভিন্ন নাম্বারে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে এসে চেয়ারম্যান মহোদয় সদর ডাকবাংলোর বিভিন্ন কক্ষে নারীভোগে ব্যস্ত থাকেন । আর আমাদের কিছু কিছু কর্মচারীদের তাঁর অনৈতিক কাজে পাহাড়া দেওয়ার জন্য বাধ্য করান। এমন সমাজ বিরোধী কাজে আমরা সাহায্য করতে না চাহিলে চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের চাকুরী খেয়ে ফেলবে , আমাদের লাথি মেরে চাকুরি থেকে বের করে দেবে এবং আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে জেল হাজতে পাঠাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে ভয় দেখান। ফলে আমরা প্রতিদিন হতাশায় দিন কাটাচ্ছি।

এমতাবস্থায়, চেয়ারম্যান মহোদয় নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমাদের মাষ্টাররোল কর্মচারীদের উপর এরূপ গালিগালাজ অন্যায়ভাবে অনৈতিক কাজে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ০৮ ঘন্টার জায়গায় ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন। আমরা গরীব কর্মচারী এই দুমূল্যের বাজারে যা বেতন পাই তা দিয়ে কোনরকম খেয়ে পড়ে দিন কাটাই। তাই আমাদের সংসার বাচানোর জন্য সব কিছু অবৈধ আদেশ পালন করে আসছি।

চলমান পাতা-০২

আমাদেরকে চেয়ারম্যান মহোদয়ের এরূপ অনৈতিক কার্যকলাপে সহযোগিতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং আমাদের ন্যায্য পাওনা পাইয়ে দেয়ার জন্য মহোদয়কে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

১। মো: সোহরাব হোসেন — [signature]
২। মো: সুমন মিয়া — Sumon
৩। শ্রী চন্দন কুমার — চন্দন রায়
৪। মোছা: সাবিনা ইয়াসমিন — [signature]
৫। মোছা: সাহিদা আক্তার —
৬। মো: হেমায়েতুল ইসলাম
৭। শ্রী গোবিন্দ বিশ্বাস — গোবিন্দ
৮। মো: শাহিন — শাহিন
৯। শ্রী গৌর চন্দ্র — গৌর
১০। মো: আলমগীর হোসেন — মো: আলমগীর হোসেন ২০/৫/২০
১১। মো: ফজলুল হক
১২। মো: সফিউল ইসলাম — [signature] ২০/৫/২০
১৩। শ্রী দিলীপ কুমার মহন্ত — দিলীপ
১৪। মো: শহিদুল ইসলাম — শহিদুল
১৫। মো: ওসমান আলী — ওসমান
১৬। মো: রফিকুল ইসলাম — [signature]
১৭। মো: আশরাফুল ইসলাম — আশরাফুল
১৮। শ্রী সুশীল চন্দ্র — সুশীল

১৯। মো: নুরুল ইসলাম নুরুল

২০। মো: খলিলুর রহমান [signature]

২১। মো: হাবিবুর রহমান হাবিব [signature]

২২। শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় গোপাল

২৩। শ্রী সন্তোষ চন্দ্র রায় সন্তোষ

২৪। মো: আব্দুর রশিদ রশিদ

২৫। মোছা: আতিয়ারা বেগম আতিয়ারা

২৬। মোছা: সুরাইয়া বেগম

২৭। মো: আজিজুল ইসলাম আজিজুল

২৮। মো: হারুন অর রশিদ [signature]

২৯। মো: আ: রশিদ — [signature] লাইব্রেরীয়ান

৩০ মো: জাহিদুল ইসলাম

৩১। মো: রবিউল ইসলাম [signature]

৩২। মোছা: সায়লা বেগম

৩৩। মোছা: মোমেনা আক্তার মিম মোমেনা

৩৪। মোছা: সুফিয়া খাতুন সুফিয়া খাতুন ২০/৫/২০২০

৩৫। শ্রী দিলীপ বাসফোর দিলীপ

৩৬। মো: চান মিয়া [signature]

৩৭। শ্রী নন্দ লাল

৩৮। শ্রী মতি-লক্ষী রানী- [illegible]

৩৯। শ্রীমতি-বালা রানী বালারানীরায়

৪০। শ্রী গোবিন্দ লাল গোবিন্দ

৪১। মোছা: রাশেদা বেগম [illegible]

৪২। মোছা: সোলেনুর বেগম [illegible] [illegible]

৪৩। মোছা: জাহানারা বেগম

অনুলিপিঃ আপনাকে জানানো এবং আমাদেরকে এসবের প্রতিকার দিয়ে অনুরোধ করছি-

০১। গাইবান্ধা জেলার নির্বাচিত সকল মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ।
০২। চেয়ারম্যান মহোদয়, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। কমিশনার, রংপুর বিভাগ রংপুর।
০৪। পরিচালক, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
০৫। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।
০৭। পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা।
০৮। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।
০৯। আঞ্চলিক দুর্নীতি দমন অফিস, বগুড়া।
১০। সভাপতি/সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, গাইবান্ধা।
১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতি, গাইবান্ধা জেলা শাখা।